শ্লোক ৪০-এর গোপন ইতিহাস - নম্বর ৩

রবিবারের আইন ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যাত্রা: প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত

Jeff Pippenger
2024-09-22

ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে পোপীয় প্রতিষ্ঠানকে বলবৎ করার যে ফরমান, তার মাধ্যমে আমাদের জাতি সম্পূর্ণরূপে ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যখন প্রোটেস্ট্যান্টধর্ম গহ্বরের ওপারে হাত বাড়িয়ে রোমীয় শক্তির হাত ধরবে, যখন সে অতল গহ্বরের ওপর দিয়ে আত্মবাদের সঙ্গে হাত মেলাবে, যখন এই ত্রিবিধি ঐক্যের প্রভাবে আমাদের দেশ একটি প্রোটেস্ট্যান্ট ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার হিসেবে তার সংবিধানের প্রতিটি নীতি পরিত্যাগ করবে এবং পোপীয় মিথ্যা ও ভ্রান্তির প্রসারের ব্যবস্থা করবে, তখন আমরা জানতে পারব যে শয়তানের বিস্ময়কর কার্যক্রমের সময় এসে গেছে এবং সমাপ্তি নিকটে।

যেমন রোমীয় সৈন্যবাহিনীর আসন্ন আগমন শিষ্যদের কাছে জেরুজালেমের আসন্ন ধ্বংসের একটি লক্ষণ ছিল, তেমনি এই ধর্মত্যাগ আমাদের কাছে এ সংকেত হতে পারে যে ঈশ্বরের সহনশীলতা শেষ সীমায় পৌঁছেছে, আমাদের জাতির অধার্মিকতার পরিমাপ পূর্ণ হয়েছে, এবং দয়ার স্বর্গদূত উড্ডয়ন করতে উদ্যত—আর কখনো ফিরে আসবেন না। তখন ঈশ্বরের লোকেরা সেই সব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের দৃশ্যে নিমজ্জিত হবে, যেগুলোকে নবীগণ যাকোবের দুঃখের সময় বলে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বস্ত, নির্যাতিতদের আর্তনাদ স্বর্গে উঠে যায়। আর যেমন আবেলের রক্ত মাটি থেকে আর্তনাদ করেছিল, তেমনি শহীদদের কবর থেকে, সমুদ্রের সমাধি থেকে, পাহাড়ের গুহা থেকে, মঠের কবরঘর থেকে ঈশ্বরের কাছে ধ্বনি ওঠে: 'হে প্রভু, পবিত্র ও সত্য, আর কতকাল তুমি যারা পৃথিবীতে বাস করে তাদের ওপর আমাদের রক্তের বিচার ও প্রতিশোধ করবে না?'

প্রভু তাঁর কাজ করছেন। সমস্ত স্বর্গ আন্দোলিত। সমস্ত পৃথিবীর বিচারক শীঘ্রই উঠে দাঁড়াবেন এবং তাঁর অপমানিত কর্তৃত্বকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। উদ্ধারের চিহ্ন আরোপ করা হবে সেই সকল মানুষের উপর, যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন, তাঁর বিধানকে শ্রদ্ধা করেন, এবং পশুর চিহ্ন বা তার মূর্তির চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ঈশ্বর শেষ কালে যা ঘটতে চলেছে তা প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁর লোকেরা বিরোধিতা ও ক্রোধের ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকে। যারা তাদের সামনে আসন্ন ঘটনাবলীর বিষয়ে সতর্ক হয়েছে, তারা যেন আগত ঝড়ের শান্ত প্রত্যাশায় বসে না থাকে, নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে যে বিপদের দিনে প্রভু তাঁর বিশ্বস্তদের আশ্রয় দেবেন। আমরা যেন প্রভুর অপেক্ষায় থাকা মানুষের মতো হই—নিষ্ক্রিয় প্রত্যাশায় নয়, বরং অবিচল বিশ্বাস নিয়ে আন্তরিক কাজে নিয়োজিত। এখন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের মনকে তলিয়ে যেতে দেওয়ার সময় নয়। যখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে, তখন শয়তান সক্রিয়ভাবে এমন ব্যবস্থা করছে যাতে প্রভুর লোকেরা দয়া বা ন্যায়বিচার না পায়। রবিবার আন্দোলন এখন অন্ধকারে তার পথ তৈরি করছে। নেতারা সত্যিকার বিষয়টি গোপন করছে, এবং অনেকেই যারা এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে না

> অন্তঃস্রোত কোন দিকে যাচ্ছে। এর ঘোষণাগুলো কোমল এবং উপরে উপরে খ্রিস্টীয় মনে হয়, কিন্তু যখন এটি কথা বলবে তখন এটি ড্রাগনের আত্মাকে প্রকাশ করবে। আমাদের কর্তব্য হলো আমাদের সাধ্যের মধ্যে সবকিছু করা, যাতে এই আসন্ন বিপদকে প্রতিহত করা যায়। আমাদের উচিত মানুষের সামনে নিজেদেরকে সঠিক আলোয় উপস্থাপন করে পক্ষপাত দূর করার চেষ্টা করা। আমাদের উচিত তাদের সামনে প্রকৃত বিতর্কিত বিষয়টি তুলে ধরা, এভাবে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বাধিক কার্যকর প্রতিবাদ জানানো। আমাদের উচিত ধর্মগ্রন্থ অনুসন্ধান করা এবং আমাদের বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়া। ভাববাদী বলেন: ‘দুষ্ট লোকেরা দুষ্টতাই করবে; আর দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে।’ সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫১, ৪৫২।

যখন "রবিবার আন্দোলন" কথা বলবে, তখন তা ড্রাগনের আত্মাকে প্রকাশ করবে। চারটি অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করে যে রবিবারের আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্র "ধার্মিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করবে।" রবিবারের আইনে "শয়তানের আশ্চর্য কার্য সম্পাদনের সময় এসে গেছে।" রবিবারের আইনে ত্রিমুখী ঐক্য সম্পন্ন হয়। রবিবারের আইনে যুক্তরাষ্ট্র "প্রোটেস্ট্যান্ট রিপাবলিকান সরকার হিসেবে তার সংবিধানের প্রতিটি নীতিকে অস্বীকার করে," এবং তারা আরও "পোপীয় মিথ্যা ও ভ্রান্তির প্রচার-প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করে।" সেই রবিবারের আইন আমাদের কাছে একটি "সংকেত যে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতার সীমা পৌঁছে গেছে, আমাদের জাতির অধর্মের পরিমাপ পূর্ণ হয়েছে, এবং করুণার স্বর্গদূত উড্ডয়নের উপক্রম—আর কখনও ফিরে আসবেন না।" সেই চিহ্নিটি প্রতীকীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যীশুর দেওয়া সতর্কবার্তায়, যেখানে তিনি নবী দানিয়েলের উল্লিখিত উজাড়তার ঘৃণ্যতাকে চিহ্নিত করেছিলেন। সেখানেই পঞ্চম সীলের শহীদদের প্রার্থনা—"হে প্রভু, পবিত্র ও সত্য, কতদিন তুমি বিচার করো না এবং যারা পৃথিবীতে বাস করে তাদের ওপর আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নাও না?"—পূর্ণ হয়। একই সেই মাইলফলকে মূর্খ ও জ্ঞানী কুমারীরা তাদের চরিত্র প্রকাশ করে।

রবিবারের আইন কার্যকর হলে, যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধানের প্রতিটি নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে। এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার যে সময়কাল, তা ২০০১ সালে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল। ২০০১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়টি সংবিধানকে ধাপে ধাপে প্রত্যাখ্যান করার একটি ক্রমোন্নত প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। সেই ক্রমোন্নত কাজটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়। পশুর প্রতিমূর্তির ধারাটি কিছুটা বেশি জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু সেই জটিলতাটি বোঝা সার্থক। পশুর প্রতিমূর্তির ধারাকে জটিল করে তোলে এই যে, এটি দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

পৃথিবীর পশুর ক্ষেত্রে সেই দুটি রেখা হলো প্রজাতন্ত্রবাদ এবং প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিং। এই দুই শিং গির্জা-রাষ্ট্রের সম্পর্কে এসে মিলিত হয়, এবং এভাবেই পশুর প্রতিমূর্তির গঠন সম্পন্ন হয়। ফলে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের রেখার মধ্যেই এক রেখার ভেতরে দুটি রেখা রয়েছে, কারণ প্রজাতন্ত্রবাদী ও প্রোটেস্ট্যান্ট শিং ইতিহাস জুড়ে পরস্পরের সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়, তবে তাদের নিজ নিজ রেখারও নিজস্ব ভাববাদী সাক্ষ্য আছে। দুটি সমান্তরাল বিষয়সহ একটিমাত্র ভাববাদী রেখা, সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত ‘বক্তব্য’কে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পথচিহ্নগুলো শুধু চিহ্নিত করে দেওয়ার চেয়ে বেশি জটিল।

রিপাবলিকান ও প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙের দুটি ধারা আরও জটিল হয়ে ওঠে এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের কারণে যে, রিপাবলিকান শিঙের মধ্যে রয়েছে দাসপ্রথাপন্থী ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে দাসপ্রথাবিরোধী রিপাবলিকানদের সংগ্রামের ইতিহাস; এবং আরও এই যে, প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙের ইতিহাসে জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের অনুসরণ করে চলা এক অবিরাম পরীক্ষার প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তবুও, এই সত্যগুলিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবী থেকে ওঠা পশুটির দুটি শিং যে ধারাটি নির্দেশ করে, তার মধ্যে রয়েছে সমান্তরাল এক চিত্রায়ণ—খ্রিস্টের চরিত্র অথবা শয়তানের চরিত্র গঠনের, যা সমতুল্য খ্রিস্টের রূপ অথবা পশুর রূপ গঠনের সাথে, কারণ এই প্রেক্ষিতে ‘পশু’ বলতে স্রষ্টার বিপরীতে এক সৃষ্ট সত্তাকে বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির গঠন সকল মানুষের অন্তরে সম্পন্ন হয়, কেননা পরীক্ষাকাল শেষ হলে মাত্র দুটি শ্রেণি থাকে। এই গঠনটি বাহ্যিকভাবেও সম্পন্ন হয় পোপতান্ত্রিক ক্ষমতা ও জাতিসংঘের মধ্যে জোটের মাধ্যমে।

সুতরাং, পশুর মূর্তি গঠনের জন্য পরীক্ষার সময়কাল ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল, এবং তা যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময় শেষ হবে। সেই সময়ে পৃথিবী-উদ্ভূত পশুর দুই শিঙের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস তাদের নিজ নিজ শিঙের ভেতরে—ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিরোধকে, এবং শিঙ দুটির পারস্পরিক সংঘর্ষকেও, চিত্রিত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনটি পালিয়ে যাওয়ার সতর্কবার্তা হিসেবে দাঁড়ায়, যেটিকে যিশু "ধ্বংসের জঘন্য বস্তু" বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনটি ২০০১ সালে শুরু হওয়া সময়কালের উপসংহার। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট ছিল "দানিয়েলের বর্ণিত ধ্বংসের জঘন্য বস্তু", এবং এটিকে যিশু আসন্ন ধ্বংস থেকে পালানোর একটি চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

Patriot Act-এর মধ্যে ১৮৮৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলো এবং Blair Bill অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এইভাবে Patriot Act ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে রবিবারের আইনের প্রতীরূপও ধারণ করে, ফলে ২০০১ থেকে শুরু হওয়া সময়কালটি ১৮৮৮-Blair Bill, ২০০১-Patriot Act দ্বারা প্রতীরূপিত একটি রবিবারের আইন দিয়ে শুরু হয় এবং তা রবিবারের আইন দিয়েই শেষ হয়।

২০০১ সালে শহরগুলো থেকে পালাতে দেওয়া সতর্কবার্তাটি রবিবারের আইনে বাবিলন থেকে পালানোর সতর্কবার্তার প্রতিরূপ হিসেবে দাঁড়ায়। রবিবারের আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আসা বিচারটি প্রতিরূপ সেই বিচারের, যা মাইকেল উঠে দাঁড়ালে এবং মানবের পরীক্ষা-সময় শেষ হলে সমগ্র বিশ্বের ওপর আসবে। আলফা ও ওমেগা হিসেবে খ্রিস্টের স্বাক্ষরটি ১৮৮৮ সালে ব্লেয়ার বিলের মাধ্যমে উপস্থাপিত সত্যগুলির মধ্যে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে, এবং ১৮৮৮ যা কিছু প্রতিনিধিত্ব করে, তা ২০০১ সালে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

২০০১, যা ১৮৮৮ দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল, তা কেবল “বিধ্বংসের জঘন্যতা” দ্বারা প্রতীকায়িত পালিয়ে যাওয়ার চিহ্নকেই উপস্থাপন করে না; এটি ৬৬ খ্রিস্টাব্দ ও সেস্টিয়াসের অবরোধ দ্বারাও প্রতীকায়িত হয়েছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টিটাসের অবরোধ যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইন ৩২১ খ্রিস্টাব্দ এবং কনস্ট্যানটাইনের প্রথম রবিবার আইনের দ্বারা প্রতীকায়িত, এবং ৫৩৮ নির্দেশ করে সেই সময়কে যখন পৃথিবীর শেষে জাতি পশুর চিহ্নের কাছে নতি স্বীকার করবে।

২০০১ হলো ১৮৮৮, সেস্টিয়াস এবং খ্রিস্টাব্দ ৬৬ সাল। রবিবারের আইন হলো টাইটাস এবং ৭০ ও ৩২১ খ্রিস্টাব্দ। ২০০১-ও যীশুর বাপ্তিস্ম, এবং ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে তাঁর অবতরণ। এই সব প্রতীক সংবিধানের রেখায় অবদান রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাববাণীমূলক ইতিহাস অ্যাডভেন্টবাদের ইতিহাসের সমান্তরালে চলে। ১৭৯৮ সালে পোপতন্ত্র মারাত্মক ঘা পেয়েছিল, এবং ১৭৯৮ সালই ছিল শেষ সময়, যখন দানিয়েলের ভাববাণীগুলোর যে অংশ প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার সিলমোহর খোলা হয়েছিল। সেই ১৭৯৮ সালেই অ্যাডভেন্টবাদের ভাববাণীমূলক সূচনা চিহ্নিত হয়, এবং ১৭৯৮ সালেই মেষশাবকের মতো শিংওয়ালা পৃথিবী-উদ্ভূত জন্তু বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হয়।

১৭৯৮ সালের আগে পৃথিবীর জন্তুর ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক ছিল, এবং সে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ‘বলা’ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিল। সেই তিনটি মাইলফলক ছিল ১৭৭৬ সালে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, তারপর ১৭৮৯ সালের সংবিধান, এবং এরপর ১৭৯৮ সালের এলিয়েন ও সিডিশন আইনসমূহ।

ঐ তিনটি পথচিহ্ন সংবিধান-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাকে নির্দেশ করে এবং বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ষষ্ঠ রাজ্যের সূচনা চিহ্নিত করে। রবিবারের আইনই ঐ ষষ্ঠ রাজ্যের শাসনকালের সমাপ্তি; অতএব, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনিবার্যভাবে সমাপ্তির আগে তিনটি পথচিহ্ন থাকতে হবে, যার দৃষ্টান্ত মেলে সূচনার আগে থাকা তিনটি পথচিহ্নে।

২০০১ সালে টাওয়ারগুলির পতনের ঘটনা এবং প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট—এগুলো ১৮৮৮ সালের ব্লেয়ার বিলের দ্বারা এবং মিনিয়াপোলিস জেনারেল কনফারেন্সে অ্যাডভেন্টিজমের নেতৃত্বের প্রকাশ্য বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতীকায়িত। যে বিদ্রোহ সম্পর্কে এক স্বর্গদূত সিস্টার হোয়াইটকে বলেছিলেন যে সেটি মোশির বিরুদ্ধে কোরাহ, দাথান ও আবীরামের বিদ্রোহ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল, সেটি আরও প্রতীকায়িত হয়েছে খ্রিষ্টাব্দ ২৭ সালে খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম, ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ ইসলামের সংযম এবং ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণার দ্বারা; তদুপরি, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালানোর চিহ্ন হিসেবে নবী দানিয়েলের উক্ত “নির্জনতার জঘন্যতা,” যা সেস্টিয়াস এবং খ্রিষ্টাব্দ ৬৬ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

আপনি যদি এখনো মনে রাখেন যে আমরা বর্তমানে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা বিবেচনা করছি, তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে প্রতিনিধিত্বকারী ধারা, তবে পূর্বে উল্লেখিত সব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারা সংবিধানকে প্রতিনিধিত্বকারী সেই ধারায় প্রতিফলিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়বস্তুকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করে। তবু যে ধারাটি সর্বাধিক আন্তঃসম্পর্কিত বলে প্রতীয়মান, তা হলো পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের ধারা। পশুর প্রতিমূর্তি হলো পোপীয় পশুর প্রতিমূর্তি; যাকে এমন এক পশু হিসেবে উপস্থাপিত করা হয় যার ওপর এক নারী রাজত্ব করে—অর্থাৎ গির্জা ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ, যেখানে সম্পর্কটির নিয়ন্ত্রণ গির্জার হাতে। যুক্তরাষ্ট্র যেন পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করতে পারে, সে জন্য ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে সরকারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে সরকার ধর্মীয় বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে, এবং শেষ পর্যন্ত রবিবার আইনও প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে।

যখন জন্তুর মূর্তির গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন সংবিধান—যার প্রধানতম নীতিগুলোর একটি থমাস জেফারসন ‘গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ’ হিসেবে

লিখেছিলেন—উল্টে দেওয়া হবে। যখন প্রোটেস্ট্যান্ট শক্তিটির ক্ষমতা থাকবে রিপাবলিকান শক্তিকে ধর্মীয় বিধান কার্যকর করতে নির্দেশ দেওয়ার, তখন সংবিধানের মর্মটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে; এভাবেই সংবিধানের রেখা ও জন্তুর মূর্তির রেখার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কটি দাঁড়ায়।

পশুর মূর্তি গঠনের সময়কাল শুরু হয় ২০০১ সালে, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের মাধ্যমে; এবং তা শেষ হবে রবিবারের আইনের সময়, যখন পশুর চিহ্ন বলবৎ করা হবে। সেই সময়কালে অন্তিম বৃষ্টি ছিটানো হয়, কারণ প্রকাশিত বাক্যের আঠারোতম অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতরণ করে তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করলে অন্তিম বৃষ্টি পড়া শুরু হয়, যা সিস্টার হোয়াইটের মতে ঘটবে, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো প্রভুর এক স্পর্শেই ভেঙে পড়বে।

> "পরবর্তী বৃষ্টি ঈশ্বরের জনগণের উপর বর্ষিত হবে। এক শক্তিশালী স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং সমগ্র পৃথিবী তার মহিমায় আলোকিত হবে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২১ এপ্রিল, ১৮৯১।

শেষ বৃষ্টির ছিটানোর সময়কালটি এমন এক সময়কে নির্দেশ করে যখন অ্যাডভেন্টবাদের শেষ প্রজন্মের গম ও আগাছাকে ঝাঁকিয়ে বাছাই করা ও পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে। সেই বাছাই ও পরিশুদ্ধকরণ রবিবারের আইনে এসে শেষ হয়, এবং রবিবারের আইনের সংকট উপস্থিত হলে যাদের কাছে তেল আছে সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা মোহরিত হয়; এরপর মিখায়েল দাঁড়ানো পর্যন্ত এবং মানবের অনুগ্রহকাল বন্ধ হওয়া পর্যন্ত পবিত্র আত্মা অপরিমিতভাবে ঢেলে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সময় শেষ বৃষ্টি কেবল ছিটেফোঁটা পড়বে, আর সারা বিশ্বে পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সময় সেই শেষ বৃষ্টি অপরিমিতভাবে বর্ষিত হবে।

২০০১ সালে লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, যেমন ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টের প্রোটেস্ট্যান্টদের দ্বারা এবং খ্রিস্ট যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন তখনকার প্রাচীন ইস্রায়েলের দ্বারা তা প্রতীকায়িত ছিল।

> পরীক্ষার সময় একেবারে আমাদের ওপর এসে পড়েছে, কারণ খ্রিষ্টের ধার্মিকতার প্রকাশে—সেই পাপক্ষমাকারী মুক্তিদাতার—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বান ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এটি সেই স্বর্গদূতের আলোর সূচনা, যার মহিমা সমগ্র পৃথিবীকে পূর্ণ করবে। নির্বাচিত বার্তা, বই ১, ৩৬২।

প্রাক্তন চুক্তিবিদ্ধ জনগণের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দূতের আলো তাঁর বার্তা উপস্থাপন করতে শুরু করে। তাঁর বার্তাটি প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম তিন পদেও উপস্থাপিত হয়েছে, এবং সিস্টার হোয়াইটের মতে, নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ধসে পড়ার সময় ঐ তিনটি পদ পূর্ণ হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে যোহন যেমন বর্ণনা করেছেন, তখন পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হলো। পরীক্ষাটি ছিল এই যে, স্বর্গদূতের হাতে থাকা ছোট বইটি তুমি নেবে কি না, এবং তারপর তা খাবে কি না। এই পরীক্ষাকালে, যখন শেষের বৃষ্টি ছিটানো হচ্ছে, তখন তা কেবল তাদেরই উপর পড়ছে যারা ছোট বইটি নিতে এবং তা খেতে বেছে নিচ্ছে।

> অনেকেই বহুলাংশে প্রারম্ভিক বৃষ্টি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর তাদের জন্য যে সব আশীর্বাদ এভাবে প্রস্তুত করেছেন, তার সবকটির সুফল তারা পায়নি। তারা আশা করে যে এই অভাব শেষের বৃষ্টি দ্বারা পূরণ হবে। যখন অনুগ্রহের সর্বাধিক প্রাচুর্য প্রদান করা হবে, তখন তা গ্রহণ করতে তারা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে চায়। তারা ভয়ানক ভুল করছে। মানব হৃদয়ে তাঁর আলো ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে ঈশ্বর যে কাজ শুরু করেছেন, তা অবিরত অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে। আত্মার অধিবাসের জন্য হৃদয়কে প্রত্যেক অপবিত্রতা থেকে খালি করে পরিশুদ্ধ করতে হবে। পাপ স্বীকার ও ত্যাগের মাধ্যমে, অন্তরিক প্রার্থনা ও নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার দ্বারা, প্রথম যুগের শিষ্যরা পেন্টেকেস্টের দিনে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। একই কাজ, তবে আরও বৃহত্তর মাত্রায়, এখন করতে হবে। তখন মানুষের করণীয় ছিল কেবল আশীর্বাদ প্রার্থনা করা, এবং প্রভু যেন তার বিষয়ে কাজটি পরিপূর্ণ করেন সেই অপেক্ষায় থাকা। ঈশ্বরই কাজটি শুরু করেছেন, এবং তিনিই তাঁর কাজ সমাপ্ত করবেন, যিশু খ্রিস্টে মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। কিন্তু প্রারম্ভিক বৃষ্টিতে প্রতীকায়িত অনুগ্রহ অবহেলিত হওয়া চলবে না। কেবল যারা তাদের প্রাপ্ত আলোর অনুযায়ী জীবনযাপন করছে তারাই বৃহত্তর আলো পাবে। যদি আমরা সক্রিয় খ্রিস্টীয় গুণাবলির বাস্তবায়নে প্রতিদিন অগ্রসর না হই, তবে শেষের বৃষ্টিতে পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমরা চিনতে পারব না। এটি আমাদের চারপাশের মানুষের হৃদয়ে নেমে আসতে পারে, কিন্তু আমরা তা না চিনব, না গ্রহণ করব। Testimonies to Ministers, 506, 507.

যাঁরা ২০০১ সালের বার্তাটি আত্মস্থ করেছিলেন, তাঁরা সেই সময়ের উপযোগী একটি বার্তাই গ্রহণ করছিলেন, কিন্তু তাঁদের পরীক্ষা করা হবে, যাতে প্রকাশ পায় তাঁরা সত্যিই বার্তাটিকে ঈশ্বরের সীলের জন্য প্রস্তুত এক অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে অন্তরে ধারণ করেছেন কি না। সেই সময়ে তাই শেষ বৃষ্টিকে ছিটানো বর্ষণ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কারণ গম ও আগাছা তখনও একসঙ্গে আছে। অতএব, সিস্টার হোয়াইট বলেন, “এটি আমাদের চারপাশের হৃদয়গুলোর ওপর পড়তে পারে, কিন্তু আমরা তা অনুধাবন বা গ্রহণ করতে পারব না।” যখন জ্ঞানীরা মূর্খদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন শেষ বৃষ্টি অপরিমিতভাবে ঢেলে দেওয়া হয়, যেমন পেন্টেকেস্টে হয়েছিল, যা রবিবারের আইনের প্রতিরূপ।

> "আবারও, এই দৃষ্টান্তগুলি শিক্ষা দেয় যে বিচারের পর আর কোনো অনুগ্রহের সময় থাকবে না। যখন সুসমাচারের কাজ সম্পন্ন হবে, সঙ্গে সঙ্গে সৎ ও অসৎকে পৃথক করা হবে, এবং প্রতিটি শ্রেণির পরিণতি চিরতরে নির্ধারিত হয়ে যাবে।" খ্রিস্টের দৃষ্টান্তসমূহের শিক্ষা, ১২৩।

শেষ বৃষ্টির ছিটা-ছিটা বর্ষণের এক সময়কাল, যার পরে এমন এক সময় আসে যখন শেষ বৃষ্টি অপরিমিতভাবে ঢেলে দেওয়া হয়—এগুলোকে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুটি সময়কাল হিসেবে, যখন ঈশ্বরের জনগণের ওপর বিচার সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের জনগণের ওপর প্রথম বিচারপর্ব ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ঈশ্বরের গৃহ দিয়ে শুরু হয়েছিল; এবং রবিবার-আইনের সময় ঈশ্বরের অন্য পালের জন্য বিচার তখন সম্পন্ন হয়—যারা যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার-আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে শুরু হয়ে মিখায়েল উঠে দাঁড়ালে, অর্থাৎ মানবের অনুগ্রহকাল বন্ধ হলে, শেষ হওয়া তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে বা তা প্রত্যাখ্যান করছে।

পরবর্তী বর্ষণের দুটি সময়কাল—যা একই সঙ্গে সেই বিচারের দুটি সময়কাল, যে বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকে শুরু হয়ে পরে ঈশ্বরের অন্য মেষপালের দিকে অগ্রসর হয়—পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের দুটি সময়কালও বটে।

ঐ দুই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের প্রথমটির মধ্যেই—যে সময়ে ঈশ্বরের চার্চ ও যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বিচার আসে—সেই একই ইতিহাসে রিপাবলিকান শিং এবং প্রোটেস্ট্যান্ট শিং উভয়েরই বিচার হয়। যে মুহূর্তে লাওডিসীয় অ্যাডভেন্টিজিম প্রভুর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হয়, ঠিক তখনই যুক্তরাষ্ট্র তার পরীক্ষাকালীন পেয়ালা পূর্ণ করে, জাতির ওপর জাতীয় সর্বনাশ নেমে আসে, এবং শয়তান আবির্ভূত হয়ে তার আশ্চর্য কর্ম শুরু করে। রবিবার আইনের সময় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন সিলমোহরপ্রাপ্ত হয় এবং একটি নিশান হিসেবে তুলে ধরা হয়।

আমরা অবহিত হয়েছি যে “স্বর্গীয় মহিমা এবং অতীতের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি যখন মিলেমিশে একাকার হবে, তখন পৃথিবীতে জীবিত ঈশ্বরের লোকদের যে অভিজ্ঞতা হবে” তার কোনো ধারণা দেওয়া অসম্ভব।

> "শয়তান বাইবেলের একজন মনোযোগী শিক্ষার্থী। সে জানে তার সময় অল্প, এবং সে এই পৃথিবীতে প্রভুর কাজকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিহত করতে সচেষ্ট। স্বর্গীয় মহিমা ও অতীতের অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি যখন একত্রে মিশে যাবে, তখন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে এমন ঈশ্বরের লোকদের অভিজ্ঞতা কেমন হবে—তার কোনো ধারণাই দেওয়া অসম্ভব। তারা ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে প্রবাহিত আলোয় চলবে। স্বর্গদূতদের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবিরত যোগাযোগ থাকবে। আর শয়তান, দুষ্ট স্বর্গদূতদের পরিবেষ্টিত হয়ে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করে, নানাপ্রকার অলৌকিক কাজ করবে—যাতে সম্ভব হলে খোদ নির্বাচিতদেরও প্রতারিত করতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা অলৌকিক কাজ করে তাদের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না, কারণ শয়তান সেই অলৌকিক কাজগুলোর নকল করবে। ঈশ্বরের পরীক্ষিত ও প্রমাণিত লোকেরা তাদের শক্তি পাবে নির্গমন ৩১:১২–১৮-এ উল্লিখিত সেই চিহ্নে। তাদের জীবন্ত বাক্যের উপরই দাঁড়াতে হবে: 'লিখিত আছে'। এটাই একমাত্র ভিত্তি, যার উপর তারা নিরাপদে দাঁড়াতে পারবে। যারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি ভেঙেছে, সেই দিনে তারা হবে ঈশ্বরহীন ও আশাহীন।" Testimonies, খণ্ড ৯, ১৬।

অতীতের নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন কার্যকর হলে শুরু হবে, কারণ সেই সময় শয়তান তার আশ্চর্য কাজ শুরু করবে, এবং ইতিমধ্যেই "পরীক্ষিত ও প্রমাণিত" জ্ঞানী কুমারীরা তখন "ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে নির্গত আলোর মধ্যে চলবে।" এটি স্বর্গদূতদের কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, কারণ "স্বর্গদূতদের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকবে।"

> সারা পৃথিবীর প্রভুর পাশে দাঁড়ানো অভিষিক্তেরা, এককালে ‘আবরণকারী করূব’ হিসেবে শয়তানকে যে অবস্থান দেওয়া হয়েছিল, সেই অবস্থানেই আছেন। তাঁর সিংহাসনকে ঘিরে থাকা পবিত্র সত্তাদের মাধ্যমে, প্রভু পৃথিবীর বাসিন্দাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করেন। সোনালি তেলে সেই অনুগ্রহের প্রতীক, যার দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের প্রদীপগুলোয় অবিরত জোগান দেন, যাতে সেগুলো টিমটিমিয়ে নিভে না যায়। যদি ঈশ্বরের আত্মার বার্তাগুলোর মাধ্যমে স্বর্গ থেকে এই পবিত্র তেল ঢালা না হতো, তবে অশুভ শক্তিসমূহ মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করত।
>
> "যে বার্তাসমূহ তিনি আমাদের পাঠান, আমরা সেগুলো গ্রহণ না করলে ঈশ্বর অসম্মানিত হন। এভাবে আমরা সেই সোনালি তেলে প্রত্যাখ্যান করি, যা তিনি আমাদের অন্তরে ঢেলে দিতে চান, যেন তা অন্ধকারে থাকা লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যখন এই আহ্বান আসবে, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে যাও,'

> তখন যারা পবিত্র তেল গ্রহণ করেনি, যারা তাদের হৃদয়ে খ্রিস্টের অনুগ্রহ লালন করেনি, তারা মূর্খ কুমারীদের মতোই বুঝবে যে তারা তাদের প্রভুর সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে তেল পাওয়ার শক্তি নেই, এবং তাদের জীবন বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করি, যদি আমরা মোশির মতো অনুনয় করি, 'তোমার মহিমা আমাকে দেখাও,' তবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হবে। সোনার নলগুলোর মাধ্যমে সেই সোনালি তেল আমাদের কাছে পৌঁছানো হবে। 'শক্তিতে নয়, পরাক্রমে নয়, কিন্তু আমার আত্মার দ্বারা,' বাহিনীর সদাপ্রভু বলেন। ধার্মিকতার সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি গ্রহণ করে, ঈশ্বরের সন্তানরা পৃথিবীতে আলোর মতো দীপ্যমান হয়।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৯৭।

জ্ঞানীরা হলেন তারা, যারা প্রকাশিত বাক্য-এর সপ্তম অধ্যায় এবং ইজেকিয়েল-এর নবম অধ্যায়ে সিলমোহরপ্রাপ্ত, এবং যাদের তুলনা করা হয়েছে সেই মূর্খদের সঙ্গে, যারা তাঁর পাঠানো "বার্তাগুলি" প্রত্যাখ্যান করে প্রভুকে অসম্মান করে। মূর্খরা হল তারা, "যারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের চুক্তি ভেঙেছে এবং সেই দিনে যারা ঈশ্বরহীন ও আশাহীন হবে।" এই দুই শ্রেণি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এমন এক অবস্থায় আনা হয়েছিল যেখানে তারা সময়ের বার্তাটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করছে কি না, তার ভিত্তিতে তাদের চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে সময়ের বার্তাটি হয়ে এসেছে শেষ বৃষ্টির বার্তা।

যিশাইয় অধ্যায় আটাশে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, ‘লাইন পর লাইন’ পদ্ধতির মাধ্যমে শেষের বৃষ্টির বার্তাটি চিহ্নিত করা যায়। ‘লাইন পর লাইন’ পদ্ধতিই বাইবেল অধ্যয়নের জন্য ঈশ্বর-নিযুক্ত পদ্ধতি; অতএব, সেই পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা মানে শুধু ‘লাইন পর লাইন’—এখানে একটু, সেখানে একটু—এই প্রয়োগের মাধ্যমে উপস্থাপিত বার্তাটিকে প্রত্যাখ্যান করা নয়, বরং সেই পদ্ধতির প্রদাতাকেও প্রত্যাখ্যান করা।

যে পরীক্ষা-প্রক্রিয়া এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের দিকে নিয়ে যায়, তাতে যে অনুপ্রাণিত মানদণ্ডগুলি প্রকাশ পেয়েছে, তার কারণে, এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বরের সন্তান ইতিহাসের সেই পর্যায়ের ভেতর দিয়ে পথ চলতে পারে—যেখানে "স্বর্গীয় মহিমা এবং অতীত নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি মিলেমিশে আছে"—শুধু তখনই, যখন সে এমন এক অভিজ্ঞতায় থাকে, যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে আসা আলোকে চিনে নেওয়া যায়। সেই আলোটিকে অবশ্যই চিনতে হবে; না হলে সেটি অর্থহীন, আর আমরা হারিয়ে যাব।

> আমাদের শেষ বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। যারা আমাদের উপর পতিত কৃপার শিশির ও বৃষ্টিধারাকে স্বীকার করে এবং আত্মস্থ করে, তাদের সবার ওপরই এটি আসছে। যখন আমরা আলোর খণ্ডাংশগুলো সংগ্রহ করি, যখন আমরা ঈশ্বরের নিশ্চিত দয়ার মূল্য দিই—যিনি ভালোবাসেন যে আমরা তাঁর উপর ভরসা রাখি—তখন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। [যিশাইয় ৬১:১১ উদ্ধৃত।] সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। দ্য সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৮৪।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে যে সময়কাল শুরু হয়েছে, যখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত তাঁর মহিমা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করছেন, সেই সময়ে অন্তিম বৃষ্টি কেবল তাদেরই "উপর" এসেছে "যারা" "করুণার শিশির ও বর্ষণকে স্বীকার ও আত্মস্থ করছে যা" "হচ্ছে" "আমাদের উপর পড়ছে।" সিস্টার হোয়াইট পূর্বে যে "মহা ভুল" চিহ্নিত করেছিলেন, তা ছিল যখন মূর্খ কুমারীরা ভেবেছিল তারা অন্তিম বৃষ্টি অপরিমেয়ভাবে ঢেলে দেওয়া হবে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে; কারণ তখন তারা ভেবেছিল তারা পুষিয়ে

নিতে পারবে। তা নয়, কেবল যারা ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারাই আরও আলো পায়।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে, আমি যে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই, তা আমরা এখন যে পরীক্ষার সময়ে আছি তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। অতীতের নির্যাতনগুলো যখন পুনরাবৃত্ত হবে, তখন যদি আমরা 'ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে প্রবাহিত আলোতে চলতে' চাই, তবে সঙ্কটের আগেই আমাদের ভবিষ্যদ্বাণার বাণী আয়ত্ত করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়ে, দানিয়েল ও তার তিন বন্ধু নেবূখদনেসরের সামনে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগেই তাদের শিক্ষাদীক্ষা পরিপূর্ণ করেছিল। চল্লিশ দিন ধরে খ্রিস্ট শিষ্যদের বোঝার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য খুলে দিয়েছিলেন—সেই দশ দিনের আগে, যখন শিষ্যরা তাদের ঐক্যকে পরিপূর্ণ করেছিল। তারপর এল পেন্টেকস্ট, যা রবিবারের আইনের প্রতীকস্বরূপ।

দানিয়েল পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে শদ্রক, মেশক ও আবেদনগো নেবূখদ্নেজারকে জানিয়েছিলেন যে তাদের অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন নেই, কারণ রবিবার-আইনের পরীক্ষার সময়ে কী করা উচিত সে বিষয়ে তারা আগেই স্থির ছিলেন। খ্রিস্টের সাথে অগ্নিকুণ্ডে হাঁটার সময় তাদের বিশ্বস্ততা মহিমান্বিত হয়েছিল, এবং পরীক্ষার আগেই যেই বার্তায় তারা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অগ্নিকুণ্ডের অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করা অতিথি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে সেই বার্তা তৎকালীন পরিচিত সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছে গিয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই ভাবনাগুলো চালিয়ে যাব।